দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JAN 1 1 1999
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

105

দেশে ১০ হাজার কম্পিউটার প্রোগ্রামার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে

—শিল্পমন্ত্রী

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী তোফায়েল আহমদ বলেন, কম্পিউটার আমাদের রফতানীতে একটি ব্রাষ্ট সেক্টর। এই খাতের প্রসারে সরকার শুল্ক মওকুফসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

গতকাল (বরিবার) মন্ত্রী রফতানী উন্নয়ন ব্যুরো'র (ইপিবি) ব্যবস্থাপনা পরিষদের সভায় বক্তব্য রাখছিলেন।

মন্ত্রী বলেন, বিশ্ববাজারে প্রবেশের জন্য কম্পিউটার সফটওয়ের ও অন্যান্য সেবা তৈরীর সাথে সাথে এর গুণগত মানও নিশ্চিত করতে হবে। সাথে সাথে স্থানীয়ভাবে সফটওয়ের ও অন্যান্য সেবার ব্যবহার বাড়াতে হবে। তিনি বলেন, ইতোমধ্যে আমাদের প্রতিবেশী ভারতসহ অনেক দেশ এখাতে এগিয়ে গেছে। তাই আমাদেরকে দক্ষতা ও যোগ্যতা দিয়েই বিশ্ববাজারে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি বলেন, বিদেশে যাতে আমাদের কম্পিউটার খাতের অগ্রগতি সম্পর্কে সঠিকভাবে তুলে ধরা যায় সরকার সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। দেশে ১০ হাজার কম্পিউটার প্রোগ্রামার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

সভায় ইপিবি'র ব্রুসেলের সার্বিক কার্যক্রম কম্পিউটার নেটওয়ার্কের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্পের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে জিএসপি ইস্যুসহ ইপিবি'র সার্বিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

সভায় জানানো হয় যে, ২৭ জানুয়ারী থেকে ঢাকায় তিন দিনব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক চামড়া প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশ এ ধরনের একটি প্রথম আয়োজন ইপিবি এবং চামড়া রফতানীকারক সমিতি যৌথভাবে এ মেলার আয়োজন করছে। মেলায় ভারত, পাকিস্তান, ইটালী, অষ্ট্রেলিয়া ও সিঙ্গাপুরের ১২টি প্রতিষ্ঠানসহ মোট ৭০টি স্টল থাকবে। চামড়া খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দ আশা করেন যে, মেলায় তিন শতাধিক বিদেশী ক্রেতা আসবে।

সভায় চামড়া খাতের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, এখন থেকে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রফতানীকারকদের অবশ্যই বাংলাদেশ ফিনিসড লেদার এন্ড লেদার এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশনের সদস্য হতে হবে। সদস্য না হলে কাউকে রফতানী লাইসেন্স দেয়া হবে না এবং ব্যাংক ঋণও পাবে না।

মন্ত্রী বলেন, সরকার চামড়াজাত পণ্য রফতানীকারকদের আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা দিতে খুবই আন্তরিক। তিনি বলেন, পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে সরকার হাজারীবাগে একটি বর্জ্য শোধনাগার স্থাপনের পদক্ষেপ নিয়েছে। তিনি রফতানীকারকদের এ খাতের বাধাগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত করার আহবান জানান যাতে দ্রুত সমাধান করা যায়। তিনি বলেন, এ খাতের সম্ভানাকে কাজে লাগাতে সরকার সব ধরনের সহায়তা দিতে প্রস্তুত।

মন্ত্রী বলেন, কিছু সংখ্যক অসুধা ব্যবসায়ীর জন্য যাতে সকল ব্যবসায়ীদের সুনাম ক্ষুণ্ন না হয় সে দিকেও ব্যবসায়ীদেরকেই খেয়াল রাখতে হবে। তিনি বলেন, অসুধা ব্যবসায়ীদের জন্য যাতে প্রকৃত ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সরকার সে ব্যাপারে অত্যন্ত তৎপর। তিনি দেশে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণে সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

সভায় জানানো হয় যে, আগামী ২৫ ও ২৬ জুন ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক সী-ফুড মেলা অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশের এ ধরনের মেলা এটাই প্রথম। হিমায়িত খাদ্য খাতে সক্ষমতা ও রফতানী বাড়াতে এ মেলা অত্যন্ত কার্যকর হবে।

সভায় সংসদ সদস্য এ কে এম রহমত উল্লাহ, বাণিজ্য সচিব সৈয়দ আলমগীর ফারুক চৌধুরী, প্রাক্তন উপদেষ্টা সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী, এফবিসিআইসি'র ভাইস প্রেসিডেন্ট এম এ মুমীন, বিশিষ্ট শিল্পপতি সোহেল এফ রহমান, বিজিএমইএ প্রেসিডেন্ট মোস্তফা গোলাম কুদ্দুস, বিএফএলএলইএ চেয়ারম্যান এম এ সাত্তার ভূঁইয়া, ইপিবি'র ভাইস চেয়ারম্যান এ বি চৌধুরী ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।